স্বৈরাচার ঠেকাতে, পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়, তা হলো তিনি একাধারে সংসদ নেতা হয়ে যান, মন্ত্রিসভার নেতা হন, সরকারপ্রধান হন, রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেন, এমনকি বিচার বিভাগের ওপরও প্রভাব খাটান। ফলে বিচার বিভাগও তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাস করা যায় না, কোনো অর্থবিল পাস করা যায় না, কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এছাড়াও তাঁর আদেশের বাইরে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন কাজ করে না, নির্বাচন কমিশন কাজ করে না, দুদকও কাজ করতে পারে না।

যেহেতু আমাদের দেশের ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দরকার, এজন্য আমরা একটি জাতীয় মুক্তির পথ বের করেছি।

তিনি আরও বলেন, এই মুক্তির পথের মধ্যে যা রয়েছে তা হলো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সংসদকে স্বাধীনভাবে কাজ করার একটি পথ তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন কমিশন ইত্যাদি যে কমিশনগুলো আছে, সেগুলোতে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আয়োজনে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার খড়ের মাঠ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনী মতবিনিময় সভায় এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিরি আরো বলেন, আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় দুইটি সমস্যা হলো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল। রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের বিপরীতে তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না, ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়। আরেকটি বড় সমস্যা হলো আমাদের প্রশাসন এত বেশি স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন যে, আমরা যদি বিচার বিভাগ ও সংসদকে আলাদা করতে না পারি, তাহলে

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পিএস যেকোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা সচিবের থেকেও বড় হয়ে যায়।

এই কুফলগুলো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। বাংলাদেশকে এই কুফলগুলো থেকে মুক্ত করতে হলে সংস্কারের পক্ষে আমাদের ‘হ্যাঁ’ বলতে হবে। আমরা যে ক্ষমতার কেন্দ্রভূতকরণ দেখেছি, তার ফলাফল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যেই হন, তিনিই স্বৈরাচার হয়ে যান। এই ৫৪ বছরে আমরা একাধিক স্বৈরাচার দেখেছি।

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী যেন আবারও স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য আমাদের এগিয়ে এসে পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে।

মতবিনিময় সভার আগে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারে ফলক উন্মোচন করা হয়।

পরে বেলুন উড্ডয়ন, বৃক্ষরোপণ, স্পেসালাইজড আইসিটি ট্রেনিং ফর কলেজ টিচার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (প্রশাসন ও কারিগরি) (যুগ্ম সচিব) সদস্য মোহাম্মদ সাইফুল হাসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির ও পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগের উদ্বোধনী ঘোষণা

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগ‘চিত্রা ভেন্যু’র খেলার শুভ সূচনা করা হয়েছে। সোমাবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এই জাতীয় ফুটবল লীগের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুবীর কুমার দাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

এসময় লীগ কমিটির চেয়ারম্যার সাবেক জাতীয় দলের ফুটবলার কায়সার হামিদ, সাঈদ হাসান কানন, নাজমুল হাসান লোভন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আহসানুজ্জামান ঝন্টুসহ স্থানিয় ও সাবেক ফুটবলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর সারাদেশে ৮টি ভেন্যুতে এই ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে ঝিনাইদহ ভেন্যুতে খুলনা বিভাগের ৮ জেলার ফুটবল দল দুইটি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঝিনাইদহ ভেনু্যুর দলগুলো হলো ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা দল।

উদ্বোধনী দিনে এ গ্রপের চারটি দল অংশ গ্রহন করে। প্রথম খেলায় নড়াইল অনুর্ধ্ব ১৭ দল ১-০ গোলে স্বাগতিক ঝিনাইদহ দলকে

পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় খেলায় সাতক্ষীরা দল মাগুরা দলের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে বিজয়ী হয়।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর এই ভেন্যুর চুড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে টার্গেট ডিফেন্স জব কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী

মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে টার্গেট ডিফেন্স জব কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংলগ্ন হাজী জসীম শপিং কমপ্লেক্সে এই উদ্বোধনী ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা

পরিচালক মোঃ শাহিন উদ্দিন শাহীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জসিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমিনুল ইসলাম আমিন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক মোঃ আব্দুর রফিক, মোঃ সানোয়ার হোসেন, মোঃ বিপ্লব হোসেন এবং মোছা আখি খাতুন উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা রাসেল।

দর্শনা পৌর এলাকায় এল ই ডি লাইট স্থাপন কাজের উদ্বোধনী

প্রয়াত পৌর মেয়র মতিয়ার রহমানের স্বপ্ন পূরনে দর্শনা পৌর এলাকায় এল ই ডি লাইট স্হাপন কাজের উদ্বোধনী ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তা মোড়ে ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু। এসময় তিনি বলেন, প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের স্বপ্ন ছিল দর্শনা

পৌরসভাকে একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলা। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই তার অকাল মৃত্যু হয়েছে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দর্শনা পৌর সভার উপ নির্বাচনে মেয়র মতিয়ারের সহদার আঃ লীগের সদ্য নৌকা প্রতিক প্রাপ্ত ও দর্শনা পৌর মেয়র পদপ্রার্থী উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আতিয়ার রহমান হাবুকে নির্বাচিত করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এবং আগামী ১৬ মার্চ নির্বাচনে জয়ী করে মতিয়ারের স্বপ্ন পুরন করবে বলে তিনি মনে করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, কাউন্সিলর মনির সর্দার, এনামুল কবির, আওয়ামীলীগ নেতা ইদ্রীস আলি, হায়দার আলি,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আঃ হান্নান

ছোট,হবা জোয়ার্দার, মামুন শাহ সহ স্হানীয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও এলাকার সুধীজনেরা ।